ইত্তেফাক

তারিখ ... 06-AUG 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... 2 কলাম ... ...

008

মেরিন ইনস্টিটিউটের সমস্যা

নৌ-প্রযুক্তি বিষয়ক দেশের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি দীর্ঘদিন যাবৎ অচলাবস্থার সম্মুখীন। পুঞ্জীভূত সমস্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে শোচনীয় অবস্থার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। এ সম্পর্কিত একটি খবরে জানা যায়, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ। ইতিপূর্বেও দৈনিক ইত্তেফাকে 'মেরিন প্রযুক্তিবিদরা বেকার ঃ অব্যবস্থার কবলে ইনস্টিটিউট' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন ছাপা হইয়াছিলো। কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাহার পরও অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। বরং আভ্যন্তরীণ সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। খবরে প্রকাশ, ইনস্টিটিউটটিতে ছাত্র ভর্তি করা হইলেও শিক্ষকের অভাবে নবীন ছাত্রদের ক্লাস পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হয় নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে অচলাবস্থা ছাড়াও পাস করা অনেক ছাত্র বেকার অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। দেশের নৌ-প্রযুক্তি বিদ্যা ও বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে এই সংকট স্বাভাবিকভাবেই প্রযুক্তিগত শিক্ষার ভবিষ্যতকে বিপন্ন করিতেছে কিনা তাহাই ভাবিয়া দেখার বিষয়।

বলা বাহুল্য, এই অবস্থা যে কেবল মেরিন টেকনোলজির ক্ষেত্রেই বিদ্যমান এমন নয়। অন্যান্য টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বা প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বিভিন্ন সময়ে অনুরূপ অবস্থাই চোখে পড়িয়াছে। চট্টগ্রামের একটি প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক সময় দীর্ঘকাল বন্ধ ছিলো। ঢাকার নেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের সমস্যার কথাও কাহারো অজানা নয়। দেশে প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে নানা কথাই শোনা যায়। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এরূপ সমস্যাপীড়িত রাখিয়া প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিকাশ কিভাবে সম্ভব তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না।

এশিয়ার তিনটি মেরিন ইনস্টিটিউটের মধ্যে বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি অন্যতম। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ-প্রযুক্তির বিকাশ ও সমৃদ্ধি খুবই প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে ইহার ক্ষেত্র যেমন প্রসারিত, তেমনি সম্ভাবনাও প্রচুর। অথচ নদনদীর দেশ বাংলাদেশেই নৌ-প্রযুক্তি বিদ্যা ও একটিমাত্র মেরিন ইনস্টিটিউট এভাবে উপেক্ষা ও অব্যবস্থার শিকার হইয়া সমস্যা ও সংকটে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহা দুঃখজনক।

আমরা মনে করি, নৌ-প্রযুক্তির উন্নতি ও বিকাশের স্বার্থে ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির সমস্যা নিরসনে অবিলম্বে আন্তরিক প্রয়াস ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।